প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৫ ♦ ১৯ - ২৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

পরলোকে আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি

চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী

জেরোম সরকার

জন্ম : ৩০ আগস্ট, ১৯৩৫
মৃত্যু : ২২ জুলাই, ২০১৭
স্ত্রী : মারীয়া সরকার (প্রয়াত)
পিতা : জন সরকার (প্রয়াত)
মাতা : আন্না অপর্ণা সরকার (প্রয়াত)

Our **H**ero
You held our hands when we were small
You caught us when we fell
You're the **H**ero of our childhood
And our later years as well

And every time we think of you
Our **H**earts still fill with **Pride**
Though we'll always miss you **Papa**
We know you're by our sides

In laughter and in sorrow
In sunshine and through rain
We know you're watching over us
Until we meet again.

কর্মজীবন এবং যে সকল সংস্থা/সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন:

- তদানীন্তন Glaxo Pharmaceutical Company - তে চাকুরী জীবনের শুরু।
- স্বাধীনতার কিছুদিন পর RDRS এ যোগদান করেন। দিনাজপুর এবং রংপুরে কর্মরত ছিলেন অনেক দিন। শেষ বছরগুলোতে ঢাকাতে প্রধান কার্যালয়ে REDU (Research, Evaluation & Documentation Unit) এ কাজ করেন। চূড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণ করেন 'উপদেষ্টা' হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায়।
- লক্ষীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশ গির্জার ছোটদের LEGION OF MARY এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনেক বছর। পালকীয় পরিষদের সদস্যও ছিলেন দীর্ঘ সময়।
- কারিতাস বাংলাদেশের GB এবং EB এর সদস্য ছিলেন বেশ কয়েক বছর।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি এর ফাউন্ডার সদস্যদের একজন / দ্বিতীয় (১৯৭০-৭১) ও তৃতীয় (১৯৭১-৭৩) প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ঢাকাতে এক সময় একজন ডিরেক্টর এবং ক্রেডিট কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন।
- Wari Christian Cemetery এর Secretary হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন প্রায় ১৫ বছর।
- ঠাকুরগাঁতে কর্মরত অবস্থায় অনেক আদিবাসীর কর্মসংস্থান করেছেন এবং তাদের কয়েকজনকে নিয়ে গির্জার গানের দল গঠন এবং পরিচালনা করেন।
- তিনি একজন সংগীত অনুরাগী ছিলেন, লক্ষীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশের গির্জার ইংরেজী গানের দলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের সহযোগী হিসাবে সব সময় অংশগ্রহণ করেছেন।
- অবসর গ্রহণ করার পর কিছুদিন তিনি Missionaries of Charity (MC) এবং RNDM - এর ASPIRANT এবং NOVICE - দের মৌখিক ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্বও পালন করেন।
- বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন ইংরেজী দৈনিক The Daily Star, সাপ্তাহিক Dhaka Courier - এ এক সময় লেখালেখি করতেন।

কয়েক বছর আগে, আমেরিকান লেখক David Beckmann এর লেখা বই Exodus from Hunger: We are called to change the Politics of Hunger-এ ছাপানোর জন্য JEROME SARKAR কে নিজের জীবন সম্পর্কে একটা লেখা পাঠাতে বলেন। পরে লেখাটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। সেই লেখাটির অংশবিশেষ নিচে মুদ্রণ করা হলো যা JEROME SARKAR এর জীবন সম্পর্কে ধারণার প্রতিফলক:

"I started my life in poverty and now, though not a moneyed man, I am contented. I have been enriched by life's experiences through thick and thin. Faith in my Creator, courage to accept help from friends, and a growing sense of responsibility toward others have led me to meaningful living and satisfaction.

Looking back, I offer these observations:

a. Poverty is not a curse. Poverty brings us closer to Almighty God. Bangladesh is home to millions of poor people and the poor know that God is with them, Who else do they need?
b. Friendship between the wealthy and the poor can benefit both. The wealthy can help the less fortunate better their living condition and, in the process, find meaning as a worker in God's plan.
c. Bangladesh was known by the whole world as the poorest of the poor. Despite many flaws even today, Bangladesh has made tremendous strides toward development over the years.
d. The United States was always considered the most powerful and wealthy nation. Americans always had their say about the poverty, backwardness, and rights conditions in other countries. Nobody ever dared to talk about them. Interestingly, today, even in Bangladesh, conscious groups talk about poverty in America, human rights violation by Americans, and under development in certain sections of the American community. Yet the process of introspection has started, and some Americans are taking steps to veer the ship to the right direction for the U.S.A. and the globe at large."

সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনদের প্রতি আমাদের পাপা/দাদা/নানার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনার অনুরোধ রাখছি। আমাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন, আমরা যেন তাঁর গড়া পরিবারের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারি।

কৃতজ্ঞতায়,
জন-বেবী, কৃপা, তীর্থ এবং অর্ঘ্য
ফিলিপ-জয়া, এলেন এবং এঞ্জেলা
মালা-মিঠু এবং আর্থার

বিজ্ঞ/১০৫/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ২৫
■■■■■ ১৯ - ২৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ৪ - ১০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

গুরু, বন্ধু, দরিদ্রদের পিতা ও সাধু আখ্যায় প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি'র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সময়ের মহামারী রোগ করোনাভাইরাসকে পরাজিত করেও মৃত্যু যুদ্ধে হেরে গেলেন আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি। গত ১৩ জুলাই সকাল ৯:২০ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। বিভিন্ন জটিলরোগের কারণে দীর্ঘ একমাস হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তার মৃত্যুতে দেশ-বিদেশের বাংলাদেশী খ্রিস্টানেরা শোকে হয় মুহ্যমান। শোক ও সমবেদনার বার্তায় ভরে উঠে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন প্লাটফর্মগুলো। আপনজন হারানোর নীলবেদনা ফুটে উঠে তাদের লেখনিতে।

আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি দিনাজপুর এবং চট্টগ্রামের বিশপ ও আর্চবিশপ হিসেবে দীর্ঘ ২৪ বছর বিশপীয় সেবাদায়িত্ব পালন করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা গভীর আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি দক্ষতার সাথে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনের সারিতে থেকে। ব্যক্তি জীবনে আর্চবিশপ মজেস ছিলেন ঈশ্বরভীরু, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, দুরদর্শী ও বিনয়ী। তার নম্র কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি সর্বস্তরের জনগণ এর কাছে একজন উৎকৃষ্ট খ্রিস্টীয় সেবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন বহু সেবা প্রতিষ্ঠান। তিনি অংশগ্রহণকারীসমাজে বিশ্বাস করতেন এবং সব সময় ব্যক্তি-সমাজের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতেন। চট্টগ্রামে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলীক সৌহার্দ্য, সুসম্পর্ক সৃষ্টিতে তার অবদান অনস্বীকার্য। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও প্রখর যুক্তিনির্ভর মানুষ হিসেবে আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা'র ছিল সুখ্যাতি। এ আধ্যাত্মিক ধর্মগুরুর সাদামাটা সহজ-সরল, ত্যাগী ও নির্মোহ জীবন-যাপন অনুকরণীয় ও আদর্শ হয়ে থাকবে।

আর্চবিশপের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা, পোপীয় দপ্তরের মহামান্য কার্ডিনাল তাগলে। স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে কার্ডিনাল প্যাট্রিক আর্চবিশপ মজেসকে দরিদ্র, সংখ্যালঘু, পাহাড়ী এবং মানবাধিকার বঞ্চিত জনগণের আশ্রয়স্থল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিশপ সুব্রত লরেন্স তাকে গুরু বলে সম্বোধন করেন আর বিশপ জের্ভাস রোজারিও আর্চবিশপ মজেসকে বন্ধু, ন্যায্যতা রক্ষায় প্রবক্তা ও সাধু ব্যক্তি বলে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এমনিভাবে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করেন বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ।

মঙ্গলবাণী প্রচারে অদম্য-অকুতোভয় প্রভুর এই সেবকের অন্তরে বাণীপ্রচারের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণে তাকে ব্যস্ত রাখতো। বিভিন্ন আদিবাসীদের কাছে তিনি নির্ভীকভাবে প্রভুর সত্যবাণী ঘোষণা করেছেন এবং সত্য গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বরণ করে নিয়েছেন। তার দূরদর্শিতায় ও পিতৃসুলভ দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশ মণ্ডলী মিলন-সমাজ হবার পথে এগিয়ে চলেছে। এখন তিনি স্বর্গ থেকে বাংলাদেশ মণ্ডলীকে আশির্বাদ করে যাবেন যাতে করে বাংলাদেশ মণ্ডলী সত্যিকারভাবে মিলনসমাজে পরিণত হয়। যেখানে সকলে মঙ্গলবাণী ঘোষণায় অংশ নিয়ে এ জগতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবেন।

কিছুদিন আগেই আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিল্পী এন্ড্রু কিশোরকে। যিনি তার কণ্ঠের যাদু ও মনোভাবে খ্রিস্টকে তুলে ধরেছেন দেশ-বিদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও একইভাবে শিক্ষক নয়ন রোজারিও তার মূল্যবোধ ও কর্মে খ্রিস্টীয় জীবনের এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য তুলে ধরেছিলেন অগণিত ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মাঝে। এমনিভাবে আরো অনেক এন্ড্রু কিশোর ও নয়নদের প্রয়োজন যারা প্রয়াত আর্চবিশপ মজেসের মতো মঙ্গলবাণী প্রচারে উদ্যমী হবেন। ঈশ্বর আর্চবিশপ মজেস কস্তা, শিল্পী এন্ড্রু কিশোর ও নয়ন রোজারিওকে চিরশান্তি দান করুন। ✝

"সেই সব লোককে, যারা নানা অপকর্ম করে। তারপর তাদের সকলেই তারা সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবে। সেখানে শোনা যাবে শুধু কান্না আর দাঁত-ঘষাঘষি। সেদিন ধার্মিকেরা তাদের পিতার সেই রাজ্যে সূর্যের মতোই দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। যার কান আছে, সে শুনুক।" - ১৩(৪১-৪৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ - ২৫ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৯ জুলাই, রবিবার
প্রজ্ঞা ১২: ১৩, ১৬-১৯, সাম ৮৬: ৫-৬, ৯-১০, ১৫-১৬, রোমীয় ৮: ২৬-২৭, মথি ১৩: ২৪-৪৩ (অথবা ১৩: ২৪-৩০)

২০ জুলাই, সোমবার
সাধু আপোল্লিনারিয়ুস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
মিখা ৬: ১-৪, ৬-৮, সাম ৫০: ১,৫, ৭-৮, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মথি ১২: ৩৮-৪২

২১ জুলাই, মঙ্গলবার
ব্রিন্দিসি'র সাধু লরেন্স, যাজক ও আচার্য, স্মরণ দিবস
মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২০, সাম ৮৫: ১-৭, মথি ১২: ৪৬-৫০

২২ জুলাই, বুধবার
সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা, পর্ব দিবস
পরম গীত ৩: ১-৪ অথবা ২ করি ৫: ১৪-১৭, সাম ৬২: ২-৬, ৮-৯, যোহন ২০: ১-২, ১১-১৮

২৩ জুলাই, বুধবার
সুইডেনের সাধ্বী ব্রিজেট, সন্ন্যাসব্রতী, স্মরণ দিবস
জেরেমিয়া ২: ১-৩, ৭-৮, ১২-১৩, সাম ৩৬: ৫-১০, মথি ১৩: ১০-১৭

২৪ জুলাই, শুক্রবার
সাধু শার্বেল মাখ্লুফ, যাজক, স্মরণ দিবস
জেরেমিয়া ৩: ১৪-১৭, সাম (জেরেমিয়া) ৩১: ১০-১৩, মথি ১৩: ১৮-২৩

২৫ জুলাই, শনিবার
সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত, পর্ব
২ করি ৪: ৭-১৫, সাম ১২৫: ১-৬, মথি ২০: ২০-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৬৩ ব্রা. মাসসিমো তেরুজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০০ ফা. ফিলিপ পাইয়াঁ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২০ জুলাই, সোমবার
+ ব্রা. বেনেডিক্ট ফিট্জপ্যাট্রিক, সিএসসি
+ ১৯৭১ ব্রা. আম্ব্রয়স ডিয়ন, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ সি. মেরী এ্যান, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১২ সি. ফিলোমিনা কুইয়া, সিএসসি (ঢাকা)

২১ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯১৫ বিশপ ফে"ডেরিক লিনেবর্ণ, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ সি. মেরী এলিজাবেথ, এসএমআরএ (ঢাকা)

২২ জুলাই, বুধবার
+ ২০০৬ সি. মেরী কন্সেপ্টা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৪ জুলাই, শুক্রবার
+ ২০১৫ ফা. বকুল এস. রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

২৫ জুলাই, শনিবার
সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত, পর্ব
+ ১৯৫৪ ফা. টমাসো কাত্তানেও, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ফা. জন কেইন, সিএসসি (ঢাকা)

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কিভাবে হয়?

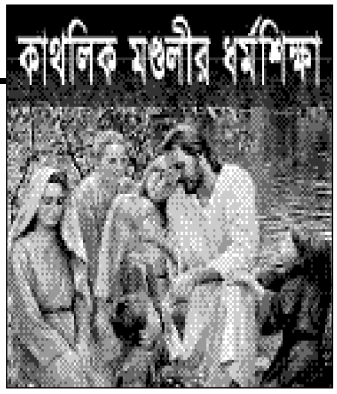

১২০২: খ্রিস্টমণ্ডলীর মিশনকর্মের কারণেই উদ্ভূত হয়েছে বিভিন্ন ঔপাসনিক ঐতিহ্য। একই ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক এলাকার খ্রিস্টমণ্ডলীসমূহ সংস্কৃতি দ্বারা চিহ্নিত বিশিষ্ট অভিব্যক্তির মাধ্যমে খ্রিস্টের রহস্য উদ্‌যাপন করতে এগিয়ে এসেছে: "গচ্ছিত ধর্মবিশ্বাসের" ঐতিহ্যে, ঔপাসনিক প্রতীকত্বে, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মিলন সংগঠণে, রহস্যাদির ঐশত্বাত্তিক উপলব্ধিতে এবং পবিত্রতার বিভিন্নরূপে। স্থানীয় খ্রিস্টমণ্ডলীর ঔপাসনিক জীবনের মাধ্যমে, সকল জাতির আলো ও পরিত্রানস্বরূপ খ্রিস্ট, সেই নির্দিষ্ট জনগন ও সংস্কৃতির নিকট প্রকাশিত হন, যে জনগন ও সংস্কৃতির নিকট খ্রিস্টমণ্ডলী প্রেরিত এবং যার মধ্যে মণ্ডলী প্রোথিত। খ্রিস্টমণ্ডলী হচ্ছে কাথলিক এবং সকল সংস্কৃতির সত্যিকার সম্পদগুলো পরিশুদ্ধ ক'রে নিজের একত্বে তাদের সমন্বিত করে নেবার ক্ষমতা এই খ্রিস্টমণ্ডলীতে আছে।

১২০৩: বর্তমানে খ্রিস্টমণ্ডলী গুলোতে ব্যবহৃত ঔপাসনিক ঐতিহ্য বা পদ্ধতিগুলো লাতিন (প্রধানত; রোমীয় রীতি, কিন্তু কোন কোন স্থানীয় মণ্ডলীর উপাসনা রীতি আছে যেমন আম্ব্রোজীয় রীতি, কিংবা কোন কোন সন্ন্যাসব্রতী সংঘের উপাসনা রীতি) এবং বিজান্তিন, আলেকজান্দ্রীয় বা কপটিক, সিরীয়, আর্মেনীয়, মেনোনাইট ও কালডিয়ান রীতি। বিগত ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা সহকারে বাধ্য থেকে, পবিত্র মহাসভা ঘোষণা করে যে, পুণ্যময়ী মাতা মণ্ডলী বিধিসঙ্গভাবে স্বীকৃত সকল উপাসনা রীতিকে সমান অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্ক বলে গণ্য করে এবং সে চায় ভবিষ্যতে সেই রীতিগুলো রক্ষা ও লালন করতে।

১২০৪: সুতরাং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতি ও সৃজন প্রতিভার সঙ্গে উপাসনা অনুষ্ঠানের মিল থাকা উচিত। যেন খ্রিস্টের রহস্য "সকল জাতির কাছে ঘোষিত হয়... বিশ্বাসে বাধ্যতা স্বীকার করা" হয়, তার জন্য সকল মণ্ডলীতে এই খ্রিস্ট রহস্য সত্যিকার ভাবে ঘোষিত, উদযাপিত এবং জীবনে বাস্তবায়িত হতে হবে এমনভাবে, যেন বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও সৃজনি প্রতিভা বাতিল করা না হয়, এবং তা যেন মুক্তিযোগ্য ও পরিপূর্ণ করা হয়। মুক্তিদাতা খ্রিস্ট কর্তৃক গৃহিত ও রূপান্তরিত অবস্থায় বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই তো ঈশ্বরের সন্তানগণ পিতার সাক্ষাৎ লাভ করে, যাতে তারা একই পুণ্যময় আত্মায় পিতার মহিমা কীর্তন করতে পারে।

১২০৫: উপাসনা অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ করে সংস্কারগুলোতে কিছু কিছু অপরিবর্তনীয় অংশ আছে যা ঐশ্বরিকভাবে নিরূপিত এবং যা রক্ষা করার দায়িত্ব খ্রিস্টমণ্ডলীর উপর ন্যাস্ত; তাছাড়া আবার কিছু কিছু অংশ আছে যা পরিবর্তন করা যায়। এই পরিবর্তনীয় অংশগুলো সাম্প্রতিকালে দীক্ষাস্নাত জনমণ্ডলীর সংস্কৃতিসমূহের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা খ্রিস্টমণ্ডলীর রয়েছে এবং সময় বিশেষ তা করা তার কর্তব্যও।

১২০৬: উপাসনার আনুষ্ঠানিক বিচিত্রতা যেমন উপাসনাকে সুন্দর ও সার্থক করতে পারে, তেমনি এই ভিন্নতার কারণে দ্বন্দ, পারস্পারিক ভুল বোঝাবুঝি, এমনকি মন্ডলিক বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি হতে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে ভিন্নতা কখনো একতা বিনষ্ট না করে। বরঞ্চ বিভিন্নতা প্রকাশ করবে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি, খ্রিস্ট থেকে প্রাপ্ত মণ্ডলীর সংস্কারীয় চিহ্নগুলোর প্রতি এবং যাজকীয় কর্তৃপক্ষের মিলনবন্ধনের প্রতি বিশ্বস্ততা। সংস্কৃত্যায়নের জন্য প্রয়োজন হৃদয় মনের পরিবর্তন, এমন কি, প্রয়োজনবোধে, কাথলিক বিশ্বাসের পরিপন্থি ঐতিহ্যগত রীতিনীতি বর্জন॥

স্বর্গবাসী হলেন আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি

গত ১৩ জুলাই সকাল ৯:২০ মিনিটে মানুষের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে হাজারো মানুষের ভালবাসা ও প্রার্থনা নিয়ে স্বর্গলাভের প্রত্যাশায় এই মর্ত্যধাম ত্যাগ করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি।

ব্যক্তি জীবনে আর্চবিশপ মজেস ছিলেন ঈশ্বরভীরু, সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, দুরদর্শী ও বিনয়ী। তার নম্র কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি সর্বস্তরের জনগণ এর কাছে একজন উৎকৃষ্ট খ্রিস্টীয় সেবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন বহু সেবা প্রতিষ্ঠান। তিনি অংশগ্রহণকারীসমাজে বিশ্বাস করতেন এবং সব সময় ব্যক্তি-সমাজের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতেন। চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলীক সৌহার্দ্য, সুসম্পর্ক সৃষ্টিতে তার অবদান অনস্বীকার্য। বিশপীয় জীবনে ২৪ বছরে তিনি হয়ে উঠেছেন দীন-দুঃখীদের পিতা ও জনগণের বিশপ। তার এই মহাপ্রয়াণে চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসসহ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে নেমে আসে শোকের ছায়া। চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসসহ বাংলাদেশ মণ্ডলীর এই দক্ষ কাণ্ডারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েই চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিয়ান অফিসের সহযোগিতায় এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র নিজস্ব প্রতিবেদক।

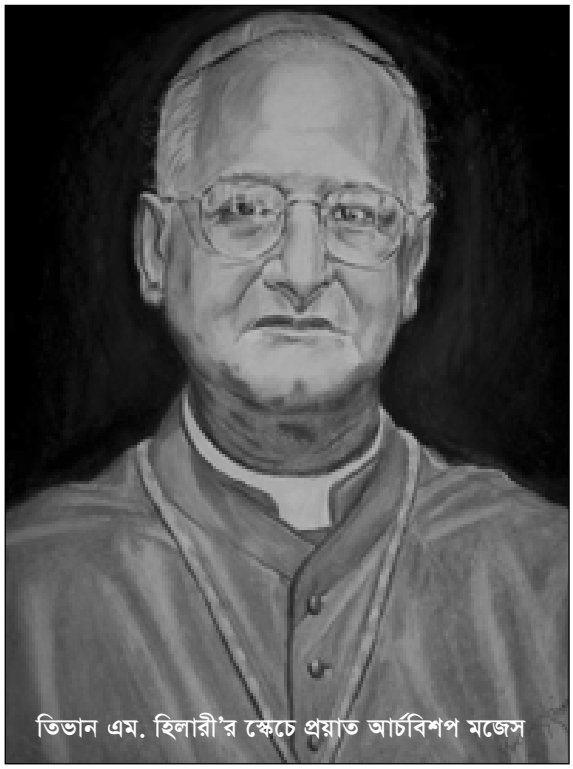

তিভান এম. হিলারী'র স্কেচে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস

জন্ম

১৭ নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে প্রয়াত পৌল হিরণ কস্তা ও মার্গারিটা মার্কেনা গমেজ এর ঘর আলো করে। পরিবারে ৫ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে আর্চবিশপ মজেস ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

বালক মজেস

মায়ের সাথে যাজক মজেস

শৈশব

পিতা-মাতার ও ভাইবোনদের অতি আদরের মজেসের জীবনের শৈশবটা কাটে আনন্দে। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে ও গির্জায় শুরু হয় তার শৈশবের দিনগুলো। অন্যান্য শিশুদের মতই খেলাধূলা, পড়াশুনা ও বড়দের সাহায্য-সহযোগিতা করে আনন্দ পেতেন মজেস। শান্ত-শিষ্ট এই ছেলে প্রার্থনায় যেমনি মনোযোগী গির্জাতেও যেতেন যথারীতি। তাই ছোটবেলাতেই স্বপ্ন দেখতেন প্রভুর যাজক হয়ে সেবা দিবেন বিশ্বমাঝে।

শিক্ষা

তুমিলিয়া মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয় আর্চবিশপের শিক্ষা জীবন। ৫ এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা থেকে শুরু হয় তার সেমিনারী জীবন। তারপর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুল থেকে। এরপর নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করেন। এরপর তিনি পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগদান করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিএ পাশ করেন। ১৯৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল সাগরদিতে নব্যালয়ে প্রবেশ। ১৯৮৪ - ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরে সাধু টমাস আকুইনাস বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঐশতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে লাইসেনসিয়েট ডিগ্রী লাভ। ১৯৮৬-১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রেগরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান ও কাউন্সেলিং এর উপর লাইসেনসিয়েট ডিগ্রী লাভ।

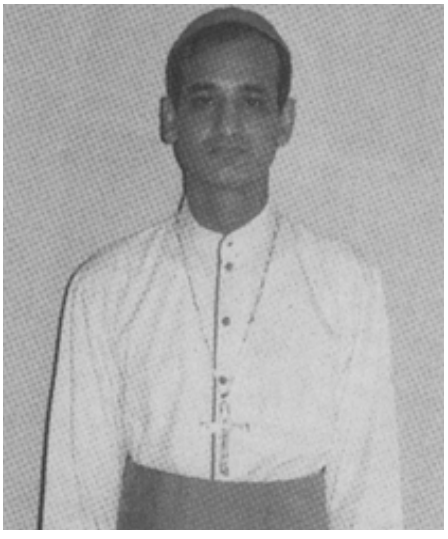

দিনাজপুরের নব অভিষিক্ত বিশপ, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬

ব্রত গ্রহণ ও যাজক বরণ

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি প্রথম ব্রত, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারি আজীবন ব্রত গ্রহণ। পরদিন ডিকন পদে অভিষিক্ত হন। পরে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ, আর্চবিশপ মাইকেল কর্তৃক তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

যাজকীয় পালকীয় কর্মজীবন

১৯৮১ - ১৯৮৩ শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লী

১৯৮৩ - ১৯৮৪ জলছত্র ধর্মপল্লী

১৯৯০ - ১৯৯২ 'ম্যাথিস হাউস' এর পরিচালক

১৯৯২ - ১৯৯৬ জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর অধ্যাপক

১৯৯৫ - ১৯৯৬ রামপুরাস্থ হলিক্রস স্কলাস্টিকেটের পরিচালক

১৯৯২ - ১৯৯৬ পবিত্র ক্রুশ যাজক সন্ন্যাস সংঘের কাউন্সিল এর সদস্য ও সম্পাদক ছিলেন।

বিশপ পদে মনোনয়ন ও অভিষেক

২০ জুলাই ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে পুণ্যপিতা ২য় জন পল রোম থেকে ফাদার মজেসকে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপরূপে ঘোষণা দেন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে, দিনাজপুর ক্যাথিড্রাল মাঠে, পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ আন্দ্রিয়ানো বার্ণাদিনী কর্তৃক বিশপ পদে অভিষিক্ত হন। তার কোট অব আর্মস হল, 'জীবন ধ্যান ও সেবায় মিলন - আনন্দ'

বিশপীয় কর্মজীবন

১৯৯৬ থেকে মে ২০১১ পর্যন্ত দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ।

২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ (বরিশাল ধর্মপ্রদেশও চট্টগ্রামের সাথে ছিল)।

আর্চবিশপীয় মনোনয়ন

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশকে নতুন মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিস হিসাবে উন্নীত করেন এবং সেই সাথে সেখানকার ধর্মপাল বিশপ মজেস এম. কস্তা সিএসসি'কে নতুন আর্চডাইয়োসিসের প্রথম আর্চবিশপ হিসাবে নিযুক্ত করেন। বাংলাদেশে পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল গির্জায় উপস্থিত থেকে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গকালে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫ ঘটিকায় এই শুভ সংবাদটি ঘোষণা করেন। একই সময়ে ভাতিকান থেকে তা ঘোষণা করা হয়।

কর্মজীবনের নানাদিক

আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি ছিলেন স্বল্পভাসী কিন্তু ভীষণ পরিশ্রমী কর্মী মানুষ। সকল অবস্থাতেই তিনি নিজেকে কর্মে ব্যস্ত রাখতেন। সকল কর্ম সম্পাদনে তিনি ঈশ্বরের গৌরবকল্পে মানুষের কল্যাণকে প্রাধান্য দিতেন। মানুষের প্রয়োজনে যেকোন ঝুঁকি নিতেও দিতে দ্বিধা করতেন না। বিশেষভাবে দীন-দুঃখী পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকার আদায় করতে তিনি ছিলেন এক আশা-ভরসার কেন্দ্র। তাই দিনাজপুর ও চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নে আর্চবিশপ মজেস ছিলেন সর্বদা স্বোচ্চার। তার চিন্তা-চেতনায় ছিল দীনজনদের পাশে থাকার মূল্যবোধ। ছাত্র জীবনে ছিলেন উত্তম সংগঠক, যাজকীয় জীবনে ছিলেন উত্তম পরিচালক আর বিশপীয় জীবনে পরিচয় দিয়েছেন উত্তম মেষপালকের।

* খেলাধূলায় পারদর্শী মজেস সেমিনারীয়ান অবস্থায় কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে ছাত্র কল্যাণ সংঘের ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে যুবদের সাথে যে সম্পর্ক রচনা করে পরবর্তীতে বিশপীয় যুব কমিশনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্য দিয়ে তার যুবপ্রেমী মনোভাবটা তুলে ধরেছেন। ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুবদের গঠনের জন্য বিশেষ নজর দিতেন।

* যাজকীয় গঠন প্রার্থীদের পরিচালনার কাজে তার দক্ষতা। ডিগ্রী পর্যায়ের

চট্টগ্রামের বিশপ হিসেবে অধিষ্ঠানের দিনে, ২৭ মে, ২০১১

চট্টগ্রামে আর্চবিশপীয় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

দুর্গম পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শনে আর্চবিশপ মজেস

শিশুদের সাথে আনন্দমুখর আর্চবিশপ মজেস

দিয়াং-এ জাতীয় যুব দিবস, ২০২০-এ আর্চবিশপ মজেস

হলিক্রস সেমিনারীয়ানদের পরিচালক হিসেবে ম্যাথিস হাউজে তিনি সেবা দেন ১৯৯২-৯২ খ্রিস্টাব্দে। পরে ১৯৯২-৯৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক হিসেবে অনেক যাজককে গঠিত করেন। সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে তাকে ১৯৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে হলিক্রস স্কলাস্টিকদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

* মণ্ডলীর সম্পদ, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষায় আর্চবিশপ মজেস ছিলেন অকুতোভয় ব্যক্তি। দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বেশকিছু বেদখল জমি তিনি স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনের সহায়তায় উদ্ধার করেন। দীন-দরিদ্রদের পাশে সবসময় তার উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

* দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের অবকাঠামোর উন্নয়ন, বিভিন্ন নতুন নতুন ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা, প্রভুর গৃহ নির্মাণ ও বিভিন্ন স্কুল তৈরির সাথে সাথে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়েছেন ব্যাপক কর্ম-পরিকল্পনা।

* উপাসনার ব্যাপারে তিনি সর্বদা সজাগ এবং উপাসনা রীতি সঠিকভাবে পালনে সদা সতর্ক। বিশপীয় উপাসনা কমিশনের দায়িত্ব পালন কালে অনেক দিনের প্রত্যাশিত 'যজ্ঞরীতি' বইটির কাজ সমাপ্ত করেন তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

* আমৃত্যু তিনি সিবিসিবি'র সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার সাথে পালন করে গেছেন। তার নেতৃত্বেই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা ২০১৮ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি

আর্চবিশপ মজেস ছিলেন একজন সমন্বিত মানুষ। বহুগুণের অধিকারী এই ব্যক্তিটি ছিলেন স্বল্প ও মিষ্টভাষী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন সহজ-সরল আর্চবিশপের ছিল গভীর আধ্যাত্মিকতা ও মঙ্গলবাণী প্রচারের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তাই বয়স, রোগ-ব্যাধি, প্রাকৃতিক ও মনুষ্য প্রতিকূলতা কোন কিছুই তাকে ঈশ্বরের বাণী প্রচার কাজ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতো না। ঈশ্বর নির্ভরশীলতা ও প্রার্থনাই ছিল তার শক্তি। মানুষকে মর্যাদা দান ও মানুষের প্রয়োজনে সাড়াদান তাকে জনগণের বিশপ করে তুলেছিল। ন্যায্যতার প্রশ্নে কঠিন কিন্তু শিশুর মতো সরলতা নিয়ে শিশু ও যুবদের সাথে মিশতেন। মানুষের মানসিক ও সামাজিক সমস্যা সহজেই বুঝতে পারায় তা সমাধানে এগিয়ে যেতেন। তিনি দক্ষ সংগঠক, আদর্শ যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী, উত্তম মেষপালক। তার ত্যাগময় সহজ-সরল প্রচারবিমুখ জীবন সকলেরই জন্য অনুকরণীয়।

জীবনের শেষ একটি মাস

বিগত ১৩ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ আর্চবিশপ মজেস কস্তা অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসেন। চট্টগ্রামে থাকাকালীন তিনি প্রায় ১০/১২ দিন ঠাণ্ডাজ্বরে ভুগছিলেন। তেমন একটা গুরুত্ব না দিয়ে তিনি স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে সাধারণ চিকিৎসা চালিয়ে যান। অবশেষে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় স্থানীয় যাজকদের অনুরোধে ও ডাক্তারের পরামর্শে বিশেষ এ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে এই কোভিড-১৯'র সময়ে তা পরীক্ষা করা হলে তাতে তার পজিটিভ রেজাল্ট আসে। স্কয়ার হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেকশনে ভর্তি করা হয়। অনেক মানুষের প্রার্থনায় ও শুভ কামনায় শিঘ্রই তিনি সুস্থ হতে থাকেন। কিছুদিন পরে তার কোভিড ১৯ পরীক্ষার রেজাল্ট নেগেটিভ আসে। তবে নিউমোনিয়া থাকায় তাকে হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। তবে দ্রুতই সুস্থতার দিকে যেতে থাকেন। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আবার তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা অসঙ্গতি দেখা দিতে থাকে। তার চোখ লাল হয়ে ফুলে যায়। যথাযথ চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তার মস্তিষ্কে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা যায় যে, কোভিড থেকে সুস্থ হলেও তার বেশ কয়েকটি স্ট্রোক হয়েছে যার কারণে মস্তিষ্কে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আর্চবিশপকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে তাকে লাইভ সাপোর্টে নেওয়া হয়। এ সময় দেশ-বিদেশের হাজারো মানুষ আর্চবিশপের সুস্থস্থতার জন্য অবিরত প্রার্থনা করতে থাকেন। শেষে মানুষ প্রার্থনা করতে থাকেন যাতে একটি আশ্চর্য কাজ করে ঈশ্বর আর্চবিশপ মজেসকে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আরেকটু সময় সেবা করার সুযোগ দেন। তবে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকাল ৯:২০ মিনিটে আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি স্কয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এলএইচসি সিস্টারদের সাথে পালকীয় পরিদর্শনে আর্চবিশপ মজেস

বান্দরবানে আলিকদম স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে আর্চবিশপ মজেস

প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাথে আর্চবিশপ মজেস

একান্তে আর্চবিশপ মজেস

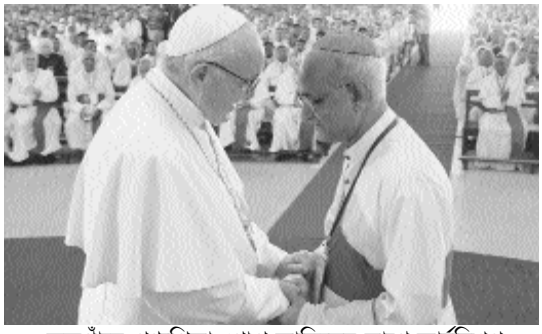

তেজগাঁয়ে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সাথে আর্চবিশপ মজেস, ২ নভেম্বর ২০১৭

পরলোকগমন

একাধিকবার স্ট্রোকের কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয় আর্চবিশপ মজেসের। যার কারণে তার ব্রেইন ডেমেজ হতে শুরু করে। ফলে একাধিকবার স্ট্রোক হয়, এবং শেষ পর্যন্ত গত ১৩ জুলাই সকাল ৯:২০ মিনিটে স্কয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অন্তিম শয়নে আর্চবিশপ মজেসের মরদেহ

মৃত্যু পরবর্তী কর্মসূচী

তেজগাঁও গির্জাতে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি'র স্মরণে খ্রিস্টযাগ

১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দের সকাল ৯:২০ মিনিটে তার মৃত্যু হলে সাথে সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই সংবাদ ভাইরাল হয়ে যায়। উক্ত মাধ্যমে শোকের ঝড় উঠে। যদিও এর একদিন আগে অযাচিতভাবে অতি উৎসাহী কেউ তার মৃত্যু সংবাদ পোস্ট করার অপকর্মটি করেন। আর্চবিশপকে কোথায় সমাধিস্থ করা হবে তাও অনেকে জানতে চায়। সবায় তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে থাকতে চায়। কিন্তু বাঁধ সাথে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি। অনেক মানুষ যেন এ মহান পালকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারে তার জন্য দুপুর ১২:৩০ মিনিটে ঢাকার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে বিশেষ খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিশেষ খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি, তাকে সহযোগিতা করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ও বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসিসহ পঞ্চাশোর্ধ্ব যাজক। সরকারী স্বাস্থ্যবিধি মেনেই শত শত খ্রিস্টভক্ত ও সন্ন্যাসব্রতী খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে আর্চবিশপ মজেসের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ পনেন আর্চবিশপ মজেসের দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার প্রশংসা করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে বিভিন্ন ধর্মসংঘ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে তাদের ভালবাসা ব্যক্ত করেন।

লাশবাহী গাড়ির ভিতর আর্চবিশপ মজেসের মরদেহ

নিজ জন্মস্থান তুমিলিয়াতে প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি

১৩ জুলাই বিকাল ৩টায় আর্চবিশপের মরদেহ তার জন্মভূমি তুমিলিয়াতে নেবার কথা। তুমিলিয়ার গর্ব প্রিয় এই সন্তানকে দেখার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগেই খ্রিস্টভক্তেরা ভিড় করে। বিকাল ৩টা থেকে প্রার্থনা করা শুরু হয়। মরদেহ ৩:৪৫ মিনিটের দিকে পৌছায় এবং তার পর পরই বিশেষ খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। ত্রিশোর্ধ্ব যাজক এই খ্রিস্টযাগে অংশ নেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার জয়ন্ত এস.গমেজ আর্চবিশপ মজেসের নামের শব্দগুলো নিয়ে তার বিভিন্ন গুণের কথা তুলে ধরেন। একই সাথে জনমনের যে প্রত্যাশা ছিল আর্চবিশপকে ঘিরে তাও প্রকাশ করেন তিনি। খ্রিস্টযাগের শেষে সকল সন্ন্যাসব্রতী ও খ্রিস্টভক্তেরা প্রয়াত আর্চবিশপের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জানান অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে। আর্চবিশপের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজনসহ সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

আর্চবিশপ মজেসের মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা, চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল

তুমিলিয়া থেকে চট্টগ্রামের পথে

প্রয়াত আর্চবিশপকে লাশবাহী গাড়িতে শায়িত করে সন্ধ্যা ৬:১৫ মিনিটে তুমিলিয়া থেকে যাত্রা শুরু হয়। প্রয়াত আর্চবিশপের গাড়িতে থাকেন ফাদার মাইকেল রয়। অন্য আরো দু'টো গাড়িতে বিশপ শরৎ, ফাদার বুলবুল আগষ্টিন, ফাদার অজিত, সেমিনারীয়ান জয়, আরভিএ বাংলা সার্ভিসের প্রোগ্রাম প্রযোজক রিপন টলেন্টিনো। ১৩ জুলাই মধ্যরাতে ১২:৩০ মিনিটে আর্চবিশপের মরদেহ (অর্থাৎ ১৪ জুলাই) চট্টগ্রাম আর্চবিশপ হাউজে পৌঁছলে সেখানে অবস্থানরত ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

হাজরো ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অন্তিম শয্যায় নিদ্রিত হলেন চটগ্রামের আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় মজেস এম. কস্তা, সিএসসি। ১৪ জুলাই ২০২০, মঙ্গলবার বিকাল ০৩:৩০ মিনিটে নগরীর পাথরঘাটাস্থ জপমালা রাণী ক্যাথিড্রাল গির্জায় শেষকৃত্য অনুষ্ঠান এর মধ্য দিয়ে এবং হাজারো মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন চট্টগ্রামের আর্চবিশপ (চট্টগ্রামে খ্রিস্টান সমাজের প্রধান ধর্মগুরু) পরম শ্রদ্ধেয় মজেস এম. কস্তা সিএসসি। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের প্রধান পৌরিহিত্য করেন বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর চেয়ারম্যান মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। তার সাথে ছিলেন: রাজশাহী ডাইয়োসিসের বিশপ জের্ভাস রোজারিও; সিলেট ডাইয়োসিসের বিশপ বিজয় ডি'ক্রুজ ওএমআই; খুলনা ডাইয়োসিসের বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী; বরিশাল ডাইয়োসিসের বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি; দিনাজপুর ডাইয়োসিসের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু; ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-সহ সারা বাংলাদেশ থেকে আগত প্রায় অর্ধশত যাজকগণ। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন শত-শত খ্রিস্টভক্ত। এর আগে সকাল ০৭ ঘটিকা থেকে আর্চবিশপ মহোদয়কে ক্যাথিড্রাল গির্জা প্রাঙ্গনে অন্তিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন

আর্চবিশপ মজেসের কবরে শ্রাদ্ধাঞ্জলি, ১৪ জুলাই, ২০২০

সর্বস্তরের জনসাধারণ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুশৃঙ্খলভাবে হাজারো ভক্ত ও অনুরাগী এই সময়ে আর্চবিশপ মজেসএম. কস্তা সিএসসি'কে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণী রাখেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি।

আর্চবিশপ মজেসের কবরস্থকরণের প্রার্থনা পরিচালনা করেন খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল ক্রিয়াদি সমাপ্তির পর আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি ঝড়ে। মনে হয় আর্চবিশপকে হারিয়ে প্রকৃতিও কান্না সংবরণ করতে অপারগ।

স্মৃতিচারণঃ খ্রিস্টযাগের শেষাংশে নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি আর্চবিশপের স্মৃতির কথা তুলে ধরে তার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন। চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে স্মৃতি রোমন্থন করেন রিচার্ড গোমেজ, সন্ন্যাসব্রতী/ব্রতিনীদের পক্ষ থেকে সিস্টার রেণু মারীয়া আরএনডিএম, যাজকদের পক্ষ থেকে ফাদার গর্ডন ডায়েস এবং হলিক্রস সংঘের পক্ষ থেকে ফাদার জেমস ক্রুজ সিএসসি।

বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, বরিশাল ডাইয়োসিস স্মৃতিচারণ করে বলেন, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি মহোদয় আমদের মধ্যে আর নেই এ কথা ভাবতে কষ্ট হয়। যেদিন থেকে তিনি খুবই সংকটপূর্ণ অবস্থায় চলে গিয়েছেন সেদিন থেকে অন্তরের ভিতর দুটি সত্তার মধ্যে একটা ঝড় উঠেছে। একটি সত্তা বলছে এটা হতে পারে না, ঈশ্বরকে বলেছি তুমি তাকে নিতে পার না। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে তার প্রয়োজন এখনো শেষ হয় নি। কোন মতেই মন সায় দিচ্ছিল না যে তিনি চলে যাবেন। অন্য একটি সত্তা বলছিল যে, মঙ্গলময় ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখ। তিনি সমস্ত পরিকল্পনা করেন, তার হাতে সব ছেড়ে দাও। আর এ দু'টি সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব এখনো চলছে হয়তো আরও অনেক দিন চলবে। আপনাদের হয়তো সেই একই অভিজ্ঞতা হচ্ছে কিন্তু তারপরেও আমরা ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখি। আর্চবিশপ মহোদয়ের সঙ্গে আমার বিশ বছরের পরিচয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তাকে দেখেছি কাছ থেকে। পেয়েছি দিক-নির্দেশনা ও সময়োপযোগী পরামর্শ। একই বিষয়ে উচ্চতর পড়াশুনা ও পরবর্তী সময়ে কর্মক্ষেত্র আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করেছে। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কিভাবে পালকীয় কাজ করতে হয়। গঠন জীবনে যেমন গুরু হয়েছেন, পালকীয় জীবনেও আমি তাকে গুরুর জায়গায় রেখে শ্রদ্ধা করি, সন্মান করি। আর সেই কারণে তাকে ছাড়তে অনেক কষ্ট হচ্ছে।

রাজশাহীর বিশপ ও সিবিসিবি'র সহ-সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ মজেস কস্তার এই অকাল মহাপ্রয়াণে দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে আমি আমার ব্যক্তিগত এবং বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ কনফারেন্স এর পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের সকল যাজক ধর্মব্রতী/ব্রতিণী, সকল খ্রিস্টভক্ত এবং একই সঙ্গে মাননীয় বিশপের শোকসন্তপ্ত পরিবার ও পবিত্র ক্রুশ সংঘ পরিবারকে।

আর্চবিশপ মজেস আমাদের বন্ধুসুলভ ভাই এবং ঈশ্বররে একজন বিশ্বস্ত পালক-সেবক ছিলেন এবং তার অবদান শুধু দিনাজপুর ও চট্রগ্রাম দুটি ধর্মপ্রদেশের জন্য নয় সমগ্র মণ্ডলীর জন্য তার যে অবদান তা অনুসরণীয়। তার এই অকাল মৃত্যু বাংলাদেশের গোটা মণ্ডলীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই ক্ষতি আমরা কবে পুষিয়ে নিতে পারবো তা আমরা কেউ জানিনা। কারণ তার যে মিশন, তার যে পরিকল্পনা সেটা আমাদের সামনে তারার মতোই জ্বলছে। তার সম্পর্কে আমরা অনেক কথা শুনেছি তার বিষয় বলতে গেলে আরো অনেক কথা আমাদের বলা যেতে পারে। কিন্তু সেসবে না গিয়ে আমি শুধু বলতে চাই যে তিনি একজন সাধু ছিলেন। তিনি ন্যায্যতার জন্য অনেক কষ্টও করেছেন; তিনি মণ্ডলীকে সর্বদা ভালোবেসেছেন। তিনি একজন সাধু হয়ে গমের দানা হয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন, ঈশ্বর তার বিশস্ত সেবককে চিরশান্তি দান করুক।

বিশিষ্টজনের শোকবার্তা

আর্চবিশপ মজেসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজে। শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় **প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা**। ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রেরিত শোকাবার্তায় লেখা হয়: চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশপ মজেস কস্তা এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী তার আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের গভীর সমবেদনা জানান।

কাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর দপ্তর থেকে শোক প্রকাশ করেছেন মহামান্য কার্ডিনাল তাগ্‌লে।

With sadness, the congregation for the evangelization of peoples has learnt of the passing away of the most Rev. Moses Costa CSC, Archbishop of Chattogram. Kindly extend our heartfelt condolences to the priests, religious, and laity of the Archdiocese of Chattogram as well as to the relatives of Archbishop Moses Costa, mourning his demise.

In this moment of bereavement, we pray that, through the intercession of the blessed Virgin Mary, star of the evangelization, Archbishop Moses Costa, may receive abundant mercy and the eternal reward from God.

Luis Antonio Cardinal Tagle
Prefect, Congregratio Pro Gentium Evangelizatione

প্রতিবেশী দেশ ভারতের কোলকাতার আর্চবিশপ টমাস ডি'সুজা শোকবাণীতে লিখেন;

The news of the passing away of His Grace Archbishop Moses Costa comes as a great shock. May the Good Shepherd Jesus Christ grant him eternal rest, peace and life for having been a faithful and loving shepherd of his flock in the Archdiocese of Chittagong....

May this zealous & gentle shepherd and apostle of peace - Archbishop Moses Costa - rest in peace.

+ Thomas D'Souza
Archbishop of Calcutta

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মগুরু চট্টগ্রামের আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা খ্রিস্টান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হলেও তিনি চট্টগ্রামের সর্বস্তরের মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। চট্টগ্রামের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সেবামূলক কর্মকাণ্ডেও তার অবদান ছিল। তার মৃত্যুতে আমরা একজন স্বীকৃত সমাজসেবককে হারালাম। আমি তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

আ.জ. ম নাছির
মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সেই সাথে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খ্রিস্টান সমাজের নেতা ও ভক্তবৃন্দ শোক প্রকাশ করে সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়া খ্রিস্টভক্তদের সাথে একাত্ম হয়ে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর সাধারণ সম্পাদক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, এমপি; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীল; চট্টগ্রাম ৯ আসনের সংসদ সদস্য ও শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল; বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সমাজ এর বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। দেশ-বিদেশের ধর্মসংঘ থেকেও অনেকেই আর্চবিশপ মজেসের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

জীবিতকালে আর্চবিশপ মজেস কস্তা সবকিছুতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যেমনি প্রাধান্য দিলেন তেমনি তার মৃত্যুতেও রয়েছে ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা। তাইতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখছে- আর্চবিশপ মজেসকে ঈশ্বরের বড় বেশি প্রয়োজন। তাই তিনি আমাদের প্রার্থনা না শুনে তাকে তাঁর সান্নিধ্য দানের জন্য নিয়ে গেছেন। ঈশ্বরের কাছে থেকে তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীকে অবিরত আশির্বাদ করে যাবেন আমরা সকলেই সেই প্রত্যাশা করি।

আর্চবিশপ মজেস এম. কস্তা সিএসসি'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে কিছু কথা

ক্যাথিড্রাল গির্জা, চট্টগ্রাম, ১৪ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ফাদার লেনার্ড সি. রিবেরু, ভিকার জেনারেল, চট্টগ্রাম আর্চ ডাইয়োসিস

আজ আমরা সবাই শোকাভিভূত, ভারাক্রান্ত আমাদের অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন আর্চবিশপ মজেস কস্তা-সিএসসির তিরোধানে।

এই মানুষটিকে আপনারা সবাই চিনেন, জানেন তারপরেও আজকে আমরা যেহেতু তাকে বিদায় জানাব, এই খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে তাকে সমাধিস্থ করা হবে তাই এই মানুষটির, এই ব্যক্তির, আধ্যাত্মিক গুরু সম্বন্ধে যদিও আমরা জানি তথাপি আজকে আমরা তার জীবন সংক্ষিপ্তভাবে এবং তার যাজকীয় ও বিশপীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত কিছু চিন্তা চেতনা, কর্মপরিধি শুনব মনোযোগ সহকারে যাতে করে তা রোমন্থন করে ধ্যানময়তার মধ্যদিয়ে তার স্মরণে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পারি।

তার জীবনের শুরু হয়েছিল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নিভৃত পল্লী তুমিলিয়ায় ১৭ নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ হলো ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আর আজ ১৪ জুলাই সমাহিত হবেন চট্টগ্রামের পাথরঘাটার ক্যাথিড্রালে। ৬৯ বছরের এই সময়সীমায় তিনি মিশেছেন লক্ষ কোটি মানুষের সাথে, জীবন দিয়েছেন হাজারো মানুষকে। পরিচালক, যাজক, বিশপ, আর্চবিশপ সবকিছু ছাপিয়ে তিনি জন মানুষের হৃদয়ের মানুষ, ভালোবাসার মানুষ। তিনি ত্যাগী, নির্মোহ ও সাধু মানুষ।

কিছু বিশেষ ও ব্যতিক্রমঃ

- সেমিনারীয়ান অবস্থায় খ্রিস্টান ছাত্র কল্যান সংঘের ক্রীড়া সম্পাদক।
- অতি অল্প দিনের ব্যবধানে শেষ ব্রত গ্রহণ, পরিসেবক ও যাজকবরণ।
- ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ "Christ the King Seminary, New York থেকে সম্মানপূর্বক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান।
- ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জানুয়ারি সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য "মাদার তেরেজা মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড" পদক প্রদান।
- চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস মর্যাদা, প্রথম আর্চবিশপ ২ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
- পূর্ববঙ্গে খ্রিস্টবিশ্বাসের এর আগমন-র ৫০০ বছর পূর্তি উৎসব। স্মৃতি বিজড়িত, আলোচিত, আলোকিত, আশীর্বাদ মণ্ডিত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব যা জনমনে সাড়া দিয়েছে ব্যাপকভাবে নবচেতনা ও নবজাগরণে।

মৃদুভাষী কিন্তু স্পষ্টভাষী

শিশুর মত সরল কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে পাথরের মত কঠিন, প্রজ্ঞায় শত বছরের অভিজ্ঞ কিন্তু কর্মশক্তিতে একুশ বছরের যুবক। এই বছরের প্রথম দিকে আর্চবিশপ ডাইয়োসিসের এক ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে এক যুবকের সাথে কথোপকথন হলে ঐ যুবক আর্চবিশপকে বললেন, আর কিছুদিন থেকে গেলে হতো না। আর্চবিশপ বলেছিলেন চট্টগ্রামে জরুরী

কাজ আছে; আবার যখন আসব তখন বেশি দিন থাকব।

আর্চবিশপের হঠাৎ এই মৃত্যুতে আবেগ-আপ্লুত এই যুবক ফেসবুকে লিখল:আর্চবিশপের এভাবে চলে যাওয়াটা কি জরুরী ছিল!

মোশী (মজেস) যেমন ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যেতে পথ প্রদর্শক ছিলেন তেমনি বিশপ মজেস মণ্ডলীতে প্রবক্তাই ছিলেন; বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ (দিনাজপুর) এবং দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ চট্টগ্রামের আপামর জনগোষ্ঠীর পথ-পরিক্রমায়। Archbishop Moses beleived that without becoming a local Missionary and helping self-growth and thriving; the Church has no future. He was a Vissionary.

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের হত দরিদ্র জনপদবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সেবার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সন্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেন।

ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ, আদি খ্রিস্টমণ্ডলীর ভাবধারায় চেতনা, ধর্মশিক্ষা: যাজকীয়/ব্রতীয় জীবনে সাড়াদান, ভূমি স্থায়ীত্বকরণ, মানবাধিকার সুবিধাভোগ, বসতবাড়ি-স্থায়ী ঠিকানা, অভিবাসীদের নিয়ে ভাবনা-মিলন প্রেরণা-দলগত কাজ- সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে লড়াই- মণ্ডলীর সহায় সম্পত্তির স্পষ্টকরণ: মণ্ডলীর সম্পতি হারানো-চলে যাওয়া- চলে যেতে পারে এসব ব্যাপারে সত্য প্রচেষ্টা- ধ্যানমার্গ ও জোরদারকরণ; তার মেষপালকীয় জীবনের অনেক কিছুর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি

ভৌগোলিক পরিসীমায় এখনো সবচেয়ে বড় ডাইয়োসিস চট্টগ্রাম যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে নয়। তথাপি ক্ষেত্র ব্যাপক। আর্চবিশপ মজেস হাঁপিয়ে উঠতেন কিভাবে কি করবেন। ডাইয়োসিসের যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে মোটেই আহ্বান নেই, তিনি সবসময় ভাবতেন। অন্য ডাইয়োসিসকে অনুরোধ করে মজুরের সংখ্যা বাড়াতেন। অনেক ফাদারকে তিনি চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে কাজ করার সুযোগ ও স্থায়ীকরণ করে দিয়েছেন, এটা তার উদারতা ও পিতৃত্ব।

আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অবদান:

- খ্রিস্টমণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পেশাভিত্তিক সম্মেলন করা ও ওয়ার্ড গুলোকে আরো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো।
- ধর্মপ্রদেশের সকল যাজক, ব্রতধারী, ব্রতধারিনী ও কাটিখিস্টদের নিয়ে নিয়মিত আলোচনা সভা, সেমিনার ও সম্মেলন করা।
- স্থানীয় মণ্ডলীর বিভিন্ন সংস্থার পরিচালকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও আলোচনা করা।
- ধর্মপ্রদেশে সেবা দেয়ার জন্য নতুন ধর্মসংঘের প্রতি আহ্বান।
- পৌরহিত্য জীবনে ছেলেদের অনুপ্রেরণার জন্য আলীকদমে শান্তিরানী ধর্মপল্লীতে সেক্রেড হার্ট মাইনর সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করা
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিশ্বাসে দৃঢ়তা গঠনের জন্য নোয়াখালীতে ছেলেদের জন্য সেন্ট টমাস আপোস্টলিক বোর্ডিং স্থাপন করা
- আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন ও আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া
- স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হওয়া
- মণ্ডলীর সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা, ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও মন্ডলীর সম্পদকে ফিরিয়ে আনা
- নতুন বিশপ ভবন নির্মাণ (চট্টগ্রাম ও বরিশাল)
- নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাইমারি ও হাইস্কুল) স্থাপন করা, আলীকদমে স্কুল
- চট্টগ্রামে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ও রোগীদের আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা
- খাগড়াছড়িতে গির্জা
- কয়েকটি ধর্মপল্লী ও উপ-ধর্মপল্লী স্থাপন: পাহাড়ে ও সমতলে
- খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিকতা দৃঢ়করনের জন্য খ্রিস্টআদর্শকে কেন্দ্র রাখা
- খ্রিস্টভক্তদের খুব কাছে থেকে জানার জন্য রীতিমত ধর্মপল্লী পরিদর্শন বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে
- পালকীয় কেন্দ্র: বান্দরবানে (তার অনেক দিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন)
- খুমী, মুরংদের জন্য তিন্দুতে হোস্টেল স্থাপন।
- ছোট মদক-বড় মদক হোস্টেল
- মাতা মহুরী রিজার্ভ এলাকায় বাণী প্রচারের উদ্যোগ নিশ্চিতকরণ

লক্ষীপুর, সাহেবগঞ্জ গির্জা, ফাদার হাউজ/কনভেন্ট, কক্সবাজার, উখিয়াতে জায়গা ক্রয়, কার্যক্রম করার জন্য অবকাঠানো নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু

ঈশ্বরভীরু, দুরদর্শী, সাহসী, বিচক্ষণ, বিনয়ী শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি বাংলাদেশ মণ্ডলীতে বিশেষ করে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশে অনেক অবদান রেখে চলেছেন। তিনি সকলের কাছে প্রেরনার উৎস। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশবাসীর জীবনে আরো উন্নতি, বিশ্বাসে দৃঢ়তা ও সার্বিক সফলতা বয়ে আনুক, এই আমাদের প্রার্থনা। আর্চবিশপ মজেসের জীবনের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং বিশপ মহোদয়ের কাছেও তাঁর নিরলস পালকীয় সেবা ও সকল অবদানের জন্য আমরা চির কৃতজ্ঞ।

আপনার তিরোধানে হয়ত সব থেমে গেছে, থেমে আছে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি স্বর্গ থেকে আপনি আমাদের সাথে যাত্রা করবেন;

লাবণ্য হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, লাবন্য হয়েই চলে গেলেন; আপনার লাবণ্য-ই হোক আমাদের শক্তি লাবণ্যের এই লীলাভূমিতে॥ ❑

প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগের উপদেশ

ক্যাথিড্রাল গির্জা, চট্টগ্রাম, ১৪ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

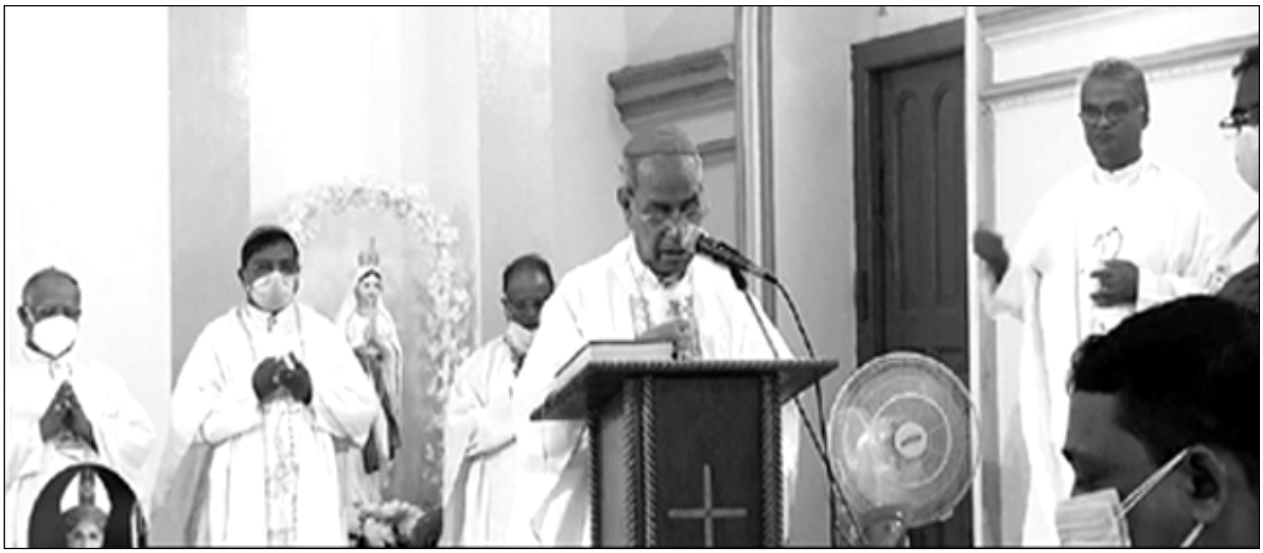

আমার দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য তা জানি না। তবে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ১১ জুন প্রয়াত বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে এবং আজ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে জুলাই ১৪ তারিখে, দুই যুগ পর, সদ্য-প্রয়াত আর্চবিশপ মজেস মন্টু কস্তা সিএসসি-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-খ্রিস্টযাগে আপনাদের সাথে একাত্ম হয়ে, আমাকে পৌরহিত্য করতে হচ্ছে এই খ্রিস্টযাগে। আমাকে এই সুযোগ দানের জন্য কৃতজ্ঞ। বিশপ যোয়াকিম ছিলেন আমার গুরুস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আর আর্চবিশপ মজেস ছিলেন উচ্চ সেমিনারীতে এবং পবিত্র ক্রুশসংঘের গঠনগৃহে আমার ছাত্র, ও পরবর্তীতে আমার সহকর্মী, সহযোগি ও সহসাথী ভ্রাতা-বিশপ।

প্রায় সত্তর বছর আগে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে সুন্দর একটি কাথলিক পরিবারে তার জন্ম হয় ১৭ নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। পিতা-মাতা ও ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তিনি খ্রিস্টীয় গঠন লাভ করেন। পরিবারের সকলের প্রতি জানাই আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি বান্দুরার ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী এবং সেন্ট যোসেফ সেমিনারীতে ছিলেন। নটরডেম কলেজ থেকে বি.এ পাশ করার পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশ করেন।

আর্চবিশপ মজেস ৪৩ বছর পূর্বে পবিত্র ক্রুশসংঘে যোগদান করেন। ৩৯ বছর পূর্বে তিনি পুরোহিত হন। ধর্মপল্লীতে কয়েক বছর পালকীয় কাজ করার পর, আর্চবিশপ মজেস ৬ বছর পালকীয় ঐশতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা এবং মনোবিজ্ঞান ও পরামর্শদান বিদ্যায়, রোম থেকে দুটো লাইসেনসিয়েট বা এসটিএল ডিগ্রী লাভ করেন। দশ বছর ধরে উচ্চ সেমিনারীর অধ্যাপক, পরিচালক ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের গঠনগৃহের পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তার জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা ও সাফল্য। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে তিনি ছিলেন প্রথম, প্রধান এবং পারদর্শী একজন আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞ। বহুবছর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ও আধ্যাত্মিক পরমর্শক গঠনে বাংলাদেশের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের গঠন দান করেছেন।

বিগত একটি মাস ধরে আমার সৌভাগ্য হয়েছে করোনাভাইরাসের মহামারির দুর্যোগে, আর্চবিশপ মজেসের সাথে অসুস্থতায় একাত্ম হয়ে, একই সময়ে, একই হাসপাতালে, একই রোগে আক্রান্ত হয়ে, বাংলাদেশ মণ্ডলী, এমনকি তারও বাইরের কতো মানুষের ভালবাসা, সমর্থন ও প্রার্থনার ফলশ্রুতিতে, এবং সর্বোপরী ঈশ্বরের দয়া, করুণা, ও নিরাময় লাভ করে আমরা উভয়েই সুস্থ হলাম। আমি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে গেলাম আর আর্চবিশপ মজেস হঠাৎ করে আরেকটি কঠিন রোগে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে একাধিকবার স্ট্রোক হয়, এবং শেষ পর্যন্ত গতকাল সকাল ৯:২০ মিনিটে স্কয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের কর্তৃপক্ষ ও সেবাকারীদের সাথে এক হয়ে, স্কয়ার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহযোগিতায়, অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে জীবিত অবস্থায় এ বাড়ীতে আর ফিরিয়ে আনা গেল না। গোটা মণ্ডলীর পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যাশা ক'রে অবিরত প্রার্থনা করছিলেন। কিন্তু একজনের কথা অনুসারে ঈশ্বর যেন আমাদের কানে ফিসফিস করে বলে দিলেন: "তোমার ইচ্ছা

ও আমার ইচ্ছা এক নয়।"

বিশপ শরৎ এবং আমি অন্যান্য নার্সদের সাথে হাসপাতালে তার পাশে কিছু সময় প্রার্থনায় কাটানোর পর, আর্চবিশপ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, আর এখন তাঁর মৃতদেহটিকে ঘিরে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করতে এসেছি। আমাদের জন্য তিনি যা ছিলেন, যা করে গেছেন, যা রেখে গেছেন, তা স্মরণ করে, পরমেশ্বরের প্রশংসা এবং আর্চবিশপের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং তাঁর জন্য অনন্ত শান্তি কামনা করতে আমরা সমবেত হয়েছি। প্রভু পরমেশ্বর, তোমার এই প্রিয় সেবককে তোমার আত্মিক নিরাময় ও চির-সান্নিধ্য দান করো।

মঙ্গলসমাচার পাঠে বর্ণিত যিশুর যাজকীয় প্রার্থনা নিজের করে নিয়ে, আমাদের প্রিয় যাজক, প্রবক্তা ও পালক, আর্চবিশপ মজেস পিতার কাছে প্রার্থনা করে বলছেন: "তুমি আমাকে যে-কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলে, আমি তা সম্পন্ন করেছি!" কি দায়িত্ব যিশু আর্চবিশপকে দিয়েছিলেন? কোন কোন দায়িত্ব তিনি সম্পন্ন করেছেন।

ধর্মপাল: বিগত ২৪ বছর ধরে, ১৯৯৬ থেকে আজ পর্যন্ত তিনি প্রথমে ১৫ বছর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে ৬ বছর তিনি ধর্মপাল ছিলেন। তার পরিচালনায় ও পরিশ্রমে চট্টগ্রামকে আর্চডায়োসিস হিসেবে নির্মাণে এক বিরাট ভূমিকা রেখে, বিগত আড়াই বছর ধরে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের মহাধর্মপাল রূপে, নিরলসভাবে, দৃঢ়তার সাথে এবং কষ্টভোগী সেবক হিসেবে ধর্মপ্রদেশের সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়নে কাজ ও সেবা করে গেছেন। ধর্মপাল হিসেবে তিনি ছিলেন যাজক, মানুষকে পবিত্রীকরণের সেবা করেছেন; তিনি ছিলেন প্রবক্তা, ঈশ্বরের কথা মানুষের কাছে ব্যক্ত করেছেন নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে; তাঁর ছিল রাজকীয় দায়িত্ব, যার মধ্য দিয়ে তিনি প্রশাসন, পরিচালন ও সেবার কাজ করে গেছেন।

সিবিসিবি ও বাংলাদেশ মণ্ডলী: বিগত ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত, আর্চবিশপ মজেস কস্তা, বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই দায়িত্বের সুবাদে, তিনি সিবিসিবি-এর যুব কমিশনের প্রধান হয়ে তাদেরকে গঠন ও পরিচালনা দান করেছেন। বহু বছর সেমিনারী কমিশনের সভাপতি হয়ে কাজ করেছেন। উপাসনা কমিশনের সভাপতি হয়ে, উপাসনা-অনুষ্ঠানে এনেছেন নবায়ন ও নতুন প্রকাশনা। সিবিসিবি-এর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে, সিবিসিবি-এর ১৪টা কমিশন ও সংগঠনের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন এবং প্রতি বছর বিশপদের সহ উক্ত কমিশন ও সংগঠনের কর্মকর্তা, সিবিসিবি সেক্রেটারিটের টিম কর্তৃক বার্ষিক সভা পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, প্রতিবেদন গ্রহন, পরিচালনা ও বাস্তবায়নের কাজ খুব শান্তভাবে, সমঝোতার সাথে প্রাবক্তিক ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা দান ক'রে, অনেক দক্ষতা নিয়ে দায়িত্ব সম্পন্ন করে আসছেন। আজ গোটা বাংলাদেশ মণ্ডলী ও কাথলিক বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আর্চবিশপ মজেস কস্তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, তার অবদানের জন্য সাধুবাদ জানাই এবং প্রকাশ করি আমাদের মাঝে তার অনুপস্থিতির বেদনা ও শূণ্যতা এবং তাকে হারিয়ে মণ্ডলী কতো ক্ষতিগ্রস্থ।

দরিদ্রদের প্রতি তার ভালবাসা: প্রিয়জনেরা, প্রথম শাস্ত্রপাঠ অনুসারে, ইসাইয়া প্রবক্তার মতো আর্চবিশপ কতবার উচ্চারণ করছেন: "প্রভুর আত্মিক প্রোরণা আমার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কেন না তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যত দীনজনের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, ভগ্ন হৃদয় যারা, তাদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর কারারুদ্ধদের কাছে নিষ্কৃতির কথা ঘোষণা করতে।" তাঁর এই ভালবাসা তিনি প্রকাশ করেছেন যারা সমাজে ক্ষুদ্র, অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত শ্রেণী ও জাতিগোষ্ঠির বেলায় পক্ষ নিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে যাদের হৃদয় ছিল ভগ্ন, নানা ক্ষত ও সমস্যায় জর্জরিত তাদের সহযাত্রী হয়ে তাদের পরামর্শ দিয়ে।

মিশনারী ও বাণীপ্রচারক: ধর্মপাল হিসেবে তিনি সর্বদাই মিশনারী বিশপ ছিলেন এবং বাণী প্রচার কাজে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, যেমন দিনাজপুরের ধর্মপাল থাকাকালীন সময়ে, তেমনি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে, বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জন্য। দিয়াঙে খ্রিস্টানদের ৫০০ বছরের আগমন ঘটনার উৎসব করতে গিয়ে প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত যে মিশনারী ও বাণী প্রচারক তা তিনি সোচ্চার হয়ে সবার কাছে ব্যক্ত করেছেন। চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপালরূপে, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ২০২০ খ্রিস্টাব্দে দুটো পালকীয় পত্র প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন: "আমরা প্রেরণের ফসল, প্রেরণ আমাদের আহ্বান" এবং "খ্রিস্টে আমার/আমাদের পরিচয়"। এই দুটো পালকীয় পত্রে আমরা লক্ষ্য করি তার মিশনারী মন। অতীতে মিশনারী কাজের সাক্ষ্য তিনি তুলে ধরেছেন, দীক্ষার বলে খ্রিস্টের মতো মিশনারী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, এবং বাণী প্রচারের নানা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। গোটা চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ তথা বাংলাদেশ মণ্ডলী, আর্চবিশপের এই অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে পারে।

কষ্টভোগী সেবক ও অসুস্থদের সাথে একাত্মতা: ধর্মপালের গোটা জীবন ধরে, বিশেষভাবে বিগত কয়েকটি বছর আর্চবিশপ মজেসের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করেছি যে, তিনি একজন কষ্টভোগী সেবক। "প্রিয়জনেরা, এখন তোমাদের জন্যে আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি কিন্তু আনন্দই পাচ্ছি। যে দুঃখক্লেশ ভোগ করতে খ্রিস্টের এখনও বাকি আছে, আমি তো এই ভাবে আমার নিজের দেহে তা সাধ্যমতো পূরণ ক'রে দিচ্ছি তাঁরই দেহের জন্যে, অর্থাৎ মণ্ডলীর জন্যে।" *(কলসীয় ১:২৪)*। সাধু পলের এই কথাটি তাঁর পালকীয় সেবাকাজে যেমন সত্য হয়ে উঠেছে, তেমনি সত্য হয়েছে করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে অসুস্থতা ও মৃত্যুবরণ করে।

বর্তমান করোনাভাইরাসের দুর্যোগকালীন সময়ে দেশ-বিদেশে কত অসুস্থ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং তাদের জন্য "পালক" হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে এই ধ্যানটি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর্চবিশপ মজেসের সাথে অসুস্থতার সময় বিশেষভাবে একাত্মতা অনুভব করেছি। ঈশ্বরের করুণায় আমি সুস্থ হয়ে, প্রভুতে আনন্দ এবং তাঁর প্রশংসা করতে করতে বাড়ী ফিরে গেছি। আর আমার সহযাত্রী আর্চবিশপ মজেসকে ঈশ্বর নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। বর্তমান দুর্যোগে সকল অসুস্থদের সাথে একাত্ম হয়ে তাঁর এই মৃত্যু বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসে স্মরণীয়, এক মহান নিদর্শন ও উজ্জ্বল সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। এ মুহূর্তেও আবার ঈশ্বরের কথা কানে ভেসে আসে: "তোমার চিন্তা আর আমার চিন্তা এক নয়।"

যিশুর সাথে এক হয়ে প্রয়াত আর্চবিশপের যাজকীয় প্রার্থনা কতোই না সত্য: "তুমি এখন তোমার পাশে সেই মহিমার আসন দিয়ে আমাকে মহিমান্বিত কর!" ❑

ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে

সাগর কোড়াইয়া

করোনাকালীন সময়ে বহু বিজ্ঞজনের মৃত্যু দেখতে হচ্ছে। করোনা আক্রান্ত হয়ে একে একে মারা গিয়েছেন ড. আনিসুজ্জামান, কামাল লোহানী, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমসহ আরো অনেকে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এবার মারা গেলেন প্লেব্যাক সম্রাট এন্ড্রু কিশোর। তার মৃত্যু যদিও করোনায় নয় তবু করোনাকালীন সময়ে এই মৃত্যু বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনের জন্য বিশাল ক্ষতি। এন্ড্রু কিশোরের গান শুনেনি এরকম বাঙ্গালী পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এপার-ওপার উভয় বাংলায়ই তার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। বিশেষ করে আমাদের যাদের জন্ম আশি দশকের পরে তাদের বেড়ে ওঠাই এন্ড্রু কিশোরের গান শুনে। তৎকালে রেডিও'র গান শুনেই যেহেতু বড় হয়েছি তাই রেডিও অন করলেই মিষ্টি মধুর কণ্ঠে এন্ড্রু কিশোরের প্রেম-বিরহের গানগুলো শুনতে কি যে ভালো লাগতো বুঝানো মুশকিল। টেপ রেকর্ডারের যুগ বলে এন্ড্রু কিশোরের গানের অ্যালবাম কিনেছি বহুবার। সেই অল্প বয়সেই এন্ড্রু কিশোরের গাওয়া সিনেমা ও অ্যালবামের গানগুলোর সাথে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। মুখস্তও গাইতে পারতাম খুব। সেই ছোটবেলায়ই এন্ড্রু কিশোরের গান শুনে মনে মনে আমরা অনেকেই ভাবতাম, যদি এন্ড্রু কিশোরের মতো গান গাইতে পারতাম! অবাক হতাম- একজন মানুষের কণ্ঠ কিভাবে এত মধুর হতে পারে। যখন এন্ড্রু কিশোরের গান গাইতাম তখন নিজের কণ্ঠকে মনে হতো এন্ড্রু কিশোরের কণ্ঠের মতোই। কিন্তু জানি তা কখনোই হতো না। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে আমাদের এক বন্ধু ছিলো; সে এন্ড্রু কিশোরের এতটাই ভক্ত, এন্ড্রু কিশোরের গানই তার ঠোঁটে শুধু। আর এন্ড্রু কিশোরের মতো গাইতে চেষ্টা করতো। যাক সে বন্ধু আর এগুতে পারেনি। পারলে হয়তো ভালো কিছু করতে পারতো। কিন্তু এন্ড্রু কিশোরই যে তার অনুপ্রেরণা সেটা সত্য।

এন্ড্রু কিশোরের প্রতিটি গানই জনপ্রিয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সেই যে 'মেইল ট্রেন' সিনেমার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু এরপর একে একে বহু হৃদয় ছোঁয়া গান গেয়েছেন। আমাদের জন্মের আগে ও শিশু বয়সে তার বহু শ্রোতাপ্রিয় গান রয়েছে। তবে আমাদের কৈশোর বয়সে এন্ড্রু কিশোরের সিনেমাতে গাওয়া বেশ কয়েকটি গান মানুষের মুখে মুখে ছিলো। আমরা নিজেরাও কত শতবার যে গেয়েছি বলা যাবে না। 'ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, পড়ে না চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক, আকাশেতে লক্ষ তারা চাঁদ কিন্তু একটারে' গানগুলো বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্রই মানুষের মুখে মুখে চলতো। মাইক ও বিয়ে বাড়ির ব্যাণ্ডপার্টিসহ সবার সঙ্গীত যন্ত্রে এন্ড্রু কিশোরের সিনেমার গান। এমন হয়েছিলো যে এন্ড্রু কিশোরের গান ছাড়া যেন অচল। অবাক করার বিষয়- সিনেমার যে কোন নায়কের ঠোঁটে এন্ড্রু কিশোরের গান মিলে যেতো। মনে হতো সিনেমার ঐ নায়কই যেন গানটি গাইছে। এটা অবশ্যই

একজন কণ্ঠশিল্পীর বড় অর্জন। আর এই কারণে তিনি সিনেমা ও অন্যান্য প্রায় পনের হাজার গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। এন্ড্রু কিশোর একজন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হওয়াতে খ্রিস্টিয় বহু ধর্মীয় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। যা আজও খ্রিস্টবিশ্বাসীরা স্মরণ করে এবং সবার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক এক ভাবের উদয় হয়। খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত গান রেকর্ডিং স্টুডিও বাণীদীপ্তির সাথে এন্ড্রু কিশোরের ছিলো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তার বহু ধর্মীয় গান সেখানে রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল বাংলাদেশে এলে যে ক্যাসেট বের করা হয় সেখানে এন্ড্রু কিশোরের গাওয়া 'হেমন্তের স্নিগ্ধ শুভ্র প্রাতে, রাঙ্গা টোপর মাথে' গানটি এখনো সবাইকে পুলকিত করে।

ঢাকায় থাকাকালে একবার শাহবাগ থেকে গাড়িতে উঠলাম। গন্তব্য কাকলী, বনানী। দীর্ঘ যানজট বহুল রৌদ্রমাখা পথ। গাড়ির ভেতরে ফ্যান থাকাতে আরাম লাগছে। এন্ড্রু কিশোরের মিষ্টি কণ্ঠে গাড়ির বক্সে গান বাজছে ' হায়রে মানুষ রঙ্গিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস'। গাড়ির ড্রাইভার বেশ গান পাগল বোঝা গেল। একে একে এন্ড্রু কিশোরের জনপ্রিয় গানগুলো বাজতে থাকে। সত্যি বলতে কি এন্ড্রু কিশোরের নানা আঙ্গিকের গানগুলো শুনতে এত ভালো লাগছিলো যে, গাড়ির ভেতরের পরিবেশটাকেই আমূল বদলে দিলো। প্যাসেঞ্জারদের প্রতিক্রিয়া দেখার কৌতুহল হলো। গাড়ির ভেতরে তাকালাম। সবাই নীরব। অনেকে মোবাইলের এয়ারফোন কান থেকে খুলে চোখ বন্ধ করে এন্ড্রু কিশোরের গান শুনছে। অনেকে ঠোঁট নাড়িয়ে গান গাইতে চেষ্টা করছে। অনেকে আবার হাত-পা দিয়ে গানের সাথে রাখছে তাল। প্রত্যেকের মধ্যেই যেন এন্ড্রু কিশোর হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা। সত্যি কথা কি; ঐ দিন এন্ড্রু কিশোরের গান শুনতে শুনতে রাস্তার যানজটের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় ড্রাইভারকে গানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বললো, ভাই এন্ড্রু কিশোরের গান একদিন না শুনলে ভালোই লাগে না। এন্ড্রু কিশোর তার গানের মধ্য দিয়ে যেন সব শ্রেণীর জনগণের শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আর সব শ্রেণীর জনগণের শিল্পী হয়ে ওঠা একজন শিল্পীর জন্য বড় পুরস্কার। আর এই পুরস্কারের বাহ্যিক চিহ্ন হিসাবে আটবার জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার লাভ করেছেন।

এন্ড্রু কিশোরকে দেখার সুযোগ কখনো হয়নি। কয়েকদিন পূর্বে এন্ড্রু কিশোরের জন্মস্থান রাজশাহীর মহিষবাথানে তার বড় ভাইয়ের বাসায় গিয়েছিলাম। বড় ভাই আগেই মারা গিয়েছেন। পাশেই বড় বোনের বাসা। যেখানে এন্ড্রু কিশোর মারা যান। বড় ভাইয়ের বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম এন্ড্রু কিশোর সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন। মনের মধ্যে প্লেব্যাক সম্রাটকে দেখার ইচ্ছা জেগেছিলো। কিন্তু অবস্থা যেহেতু গুরুত্বর তাই ইচ্ছাকে দমন করতে হয়। প্রার্থনা করেছি তিনি সুস্থ্য হোন আগে। বিশ্বাস ছিলো সুস্থ্য হয়ে উঠবেন। কিন্তু এন্ড্রু কিশোরকে দেখার সৌভাগ্য আর হলো না। ৬ জুলাই সন্ধ্যায় ৬:৫৫ মিনিটে এন্ড্রু কিশোর মারা যাবার সাথে সাথে রাজশাহীর মহিষবাথান থেকে পরিচিত একজন মোবাইলে কল দিয়ে জানালেন যে, এন্ড্রু কিশোর মারা গিয়েছেন। কষ্ট হলো খুব! শিশু বয়স থেকে যার গান শুনে বড় হয়েছি তিনি আর নেই। ভাবতে পারছি না। ৬৪ বছরের ক্ষণজন্মা পুরুষ আজ স্বর্গবাসী। তার মৃত্যু মেনে নিতে পারছিলাম না। তবু মেনে নিয়েছি- কারণ যে দয়াল এন্ড্রু কিশোরকে ডাক দিয়েছেন তাঁকে কি আর অবহেলা করা যায়। আর সেই দয়ালের চিরন্তন সত্য ডাক এন্ড্রু কিশোর বহু আগে নিজে শুনেছিলেন ও অন্যকে শুনিয়েছেন, 'ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে'॥ ❑

নয়ন স্যারের আদর্শেই চলার অঙ্গীকার

ফাদার আলবাট রোজারিও

পরিচিত কেউ মারা গেলে মনটা বিচলিত হয়। তাকে ঘিরে মনের ভিতরের ভাবনাগুলো তখন এলোমেলোভাবে ঘুরতে থাকে। চেষ্টা করি সেগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু লিখতে। নয়ন স্যারের অকাল প্রয়াণে মনটা তেমনি বিষন্নতায় ভরে গেছে। নয়ন স্যারের ছবিটার দিকে তাকালে মনটা আনচান করে। সবই আছে। কিন্তু কি যেন নেই। নয়ন স্যারকে হারিয়ে মনের এরকম ভাবাগের মধ্যে কিছু লিখছি।

মানুষ হিসেবে আমাদের স্বভাব-চরিত্রটা এমন যে আমরা থাকতে তার মূল্যটা বুঝি না বা সেভাবে মূল্যায়ন করি না। যখন না ফেরার দেশে চলে যায় তখন বুঝি না থাকার কি জ্বালা। গত ৪ জুন শনিবার দুপুর ১২:৩৫ মিনিটে এমনিভাবে আমাদের কাঁদিয়ে নয়ন স্যার করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে স্কয়ার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার চলে যাওয়ায় পুরো ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০ বৎসর। নয়ন স্যারের পুরো নাম নয়ন গিলবার্ট রোজারিও। পরদিন দুপুরে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর হাজার হাজার মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালাবাসায় তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান হয়। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন। খ্রিস্টযাগে সবাই তার আত্মার শান্তি কামনা করেন। নয়ন স্যার এখন আর নাই। কিন্তু তিনি অগণিত ভক্তদের হৃদয়ের গভীরে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। জীবনের গল্প হয়ে গেল শেষ। আমাদেরকে এক অপূরণীয় শুন্যতায় রেখে তিনি চলে গেলেন। তার মৃত্যুতে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর যে ক্ষতি হলো সে ক্ষতি পূরণ হবার নয়। তিনি ছিলেন ধরেণ্ডা মিশনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। নয়ন স্যার যেদিন চলে গেছেন সেদিন থেকেই আমরা বুঝতে পারছি আমাদের মাথার উপরের ছাতাটা আর নাই। বট বৃক্ষটা চলে গিয়েছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো আর কেউ নাই।

নয়ন স্যার ছিলেন একজন বিরল মানুষ। সততা, ধার্মিকতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, দূরদর্শিতা, পরিবারের প্রতি যত্নশীল, বন্ধু-বৎসল, দৃঢ়চেতা মনোভাব– সব দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ। মানব সমাজকে এগিয়ে নিতে হাজারো নয়নস্যারের মতো মানুষ দরকার। তিনি যে মূল্যবোধ শিখিয়ে গেছেন, পরিবার, ও প্রতিষ্ঠান সে অনুযায়ীই পরিচালিত হবে।

নয়ন স্যার আমাদের জন্যে উদাহরণ তৈরী করে গেছেন। ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীবাসী যদি সামনে অগ্রসর হতে চায় তবে নয়ন স্যারকে অন্তরে রেখেই এগুতে হবে। নয়ন স্যার আমাদের যে সততা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিখিয়েছেন আমরা সে অনুযায়ী চলব। নয়ন স্যার ছিলেন দৃঢ় চিত্তের মানুষ। অন্যায়, অসত্যের সাথে কখনো আপস করেননি। তার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে, জীবনে চলার পথে তাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু তার নীতি ছিল ভাঙ্গবেন, তবু মচকাবেন না।

নয়ন স্যারের বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক ছিলেন না বা তার অনেক টাকা ছিল না। কিন্তু তিনি যেটা অর্জন করেছেন সেটা হলো ভাল ভাব মূর্তি। তিনি মানুষের সম্মান ও প্রশংসা পেয়েছেন বিপুল অর্থ-সম্পদের জন্য না কিন্তু নৈতিকতা ও সততার জন্য। আমি আমার পালকীয় জীবনে যত মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি বা মিশেছি, তাদের মধ্যে নয়ন স্যার ছিলেন অন্যতম অসাধারণ একজন মানুষ। দৃঢ় মূল্যবোধ, সততা ও উচুঁমানের একজন যত্নশীল সেবক। মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে বা কাজ করলে তখনই তাকে চেনা যায়। ভালো-মন্দ বোঝা যায়। ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে প্রায় চার বৎসর যাবৎ পাল পুরোহিত হিসেবে আছি। ধর্মপল্লীর সকল কর্মকাণ্ডের শিখরে নয়ন স্যার ছিলেন। ফলে স্যারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। আসলে নয়ন স্যারের মতো কেউ আসবে না। আমাদের ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর তরুণদের এমনভাবে গড়ে তোলতে হবে, যাতে হাজারো নয়ন স্যার তৈরী হয়। এতে তার ভালোবাসার ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে এমন মানুষ পাব, যারা তার মতোই সব সময় ধর্মপল্লী ও সমাজের ভালো করার চেষ্টা করে যাবেন। ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী ও সেন্ট যোসেফস্ হাইস্কুল এ-কলেজের প্রতি নয়ন স্যারের ছিল অসম্ভব ভালোবাসা। কারণ তিনি চেয়েছেন এ সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

ধরেণ্ডা মিশনের বিভিন্ন কাজে আমি এবং আমার আগে অন্যান্য ফাদারগণও নয়ন স্যারের পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি। নয়ন স্যার সব সময়েই বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এতো কাজ, এতো ব্যস্ততার মধ্যেও নয়ন স্যার ছিলেন পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল।

সত্যি আমরা ভুলতে পারছি না নয়ন স্যারের বিয়োগ ব্যথা। তার কথা স্মরণ করে আমাদের চোখে জল। আমরা যদিও জানি একদিন আমাদেরও চলে যেতে হবে। তারপরও আমরা নিজেকে মানাতে পারছি না। নয়ন স্যার মরে নি। আমাদের স্মরণেতে স্যার বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন চিরকাল। নয়ন স্যার জীবিত থাকবেন তার কর্মের ভিতর দিয়েই। আমাদের মাঝে ভালো যা কিছু সবই তার সুকর্মের ফল। ভাল কাজের মধ্যেই তিনি জীবিত থাকবেন।

পরিশেষে নয়ন স্যারের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। নিবেদন করি আমাদের ভক্তি অঞ্জলি। তিনি আমাদের যে ভালবাসা দিয়েছেন আমরা যেন তাই নিয়ে বেঁচে থাকি। তিনি আমাদের মাঝে আছেন। এখনো আমরা সেটা অনুভব করি। আমাদের সকলের মধ্য তিনি থাকবেন। নয়ন স্যারের যে গুণগুলি ছিল তা যেন আমরা প্রত্যেকে জীবনে চর্চা করি। ঈশ্বর তাঁর পরম বিশ্রামে তাকে যেন স্থান দেন এই আমাদের প্রার্থনা॥ ❑

নিজেকে প্রশ্ন গুলো কর

প্রশ্নগুলো উত্তরের দাবী রাখে। নিজেকে জিজ্ঞেস কর:

- আমি কে?
- আমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
- আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে আমার যোগাযোগ কেমন?
- জীবনের অধিকাংশ সময় আমি কী চাই?
- আমার সবচেয়ে মূল্যবান সময় কী?
- যেহেতু আমি পৃথিবীতে আছি, পৃথিবীকে আরও উত্তম স্থানে পরিণত করতে আমি কোন ধরনের ক্ষুদ্র কাজ করতে পারি?

যদি আমি সামনে এগিয়ে চলি এবং নিজের দিতে ফিরে তাকাই, আমি কী দেখি? আমি যা দেখি তাতে কী আমি সন্তুষ্ট? প্রয়োজনবোধে আমি কী নিজেকে পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক? আমার কী আছে, যা আমি অন্যদের দিতে পারি?

অন্যদের দেওয়ার মধ্যে তুমি বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে॥ ❑

অনুধ্যান

... ...

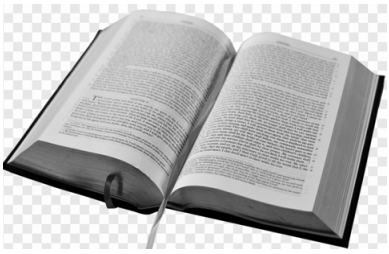

প্রার্থনা:

প্রেমময় প্রভু, তোমার অপরূপ ও মহান সৃষ্টির জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাকে আশীর্বাদ কর যেন জীবন পথে চলতে চলতে বুঝতে পারি, আমি কে? আমকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই বা কী এবং আমার মূল্যবান সম্পদগুলো কি কি? তা আবিষ্কার করে যেন তা তোমার ভালবাসার রাজ্য গড়তে ব্যাবহার করি, এমন আশীর্বাদ দান কর।

- আমেন।

হেমন্ত

ব্রাদার নির্মল গোমেজ

কার্তিক-অগ্রাহায়ন হেমন্ত কাল,
আমন মাড়াই শেষ
শীতের ফসল বুনতে কৃষক,
ব্যস্ত চাষে বেশ।
ধানের চারায় শিশির জমে,
পাকা বড়ই গাছে
আগাম সবজী বেড়ে উঠে,
পরতে চায় না পাছে।

সর্ষে ক্ষেতে হলুদ শাড়ী,
মৌমাছিরা ব্যস্ত তাই
খেঁজুর গাছী বাঁধছে রশি,
রস নামাবে শীতে ভাই।
আলু-মুলা, গাজর-পিঁয়াজ,
লাউ-কপি রোপা শেষ
কৃষক ভাবেন শীতের বাজার,
জমবে এবার বেশ।

কাঁথা-কম্বল শেলাই-ধোয়া,
মা ফেলেছেন সেরে
আমন ধানের মুড়ি-গুড়ি,
মজুত শীতের তরে।
স্কুলগামীরা ব্যস্ত সবাই,
পরীক্ষা আসছে তেড়ে
ভালো নাম্বার তুলতেই হবে,
ঘুম পালিয়েছে দূরে।

বড় অসহায়

সপ্তর্ষি

যান্ত্রিক যুগে সৃষ্টির কারিগর রূপে
গড়ছে মানুষ অসম্ভব কত কিছু
নিজের নিয়মে চালাবে সারা পৃথিবী
তাই, দ্রুত বিকশিত হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি।

সাগরের যত বালু কণাগুলো জমে
পরিণত হয় কঠিন বড় বড় পাথরে
দূর্যোগ হয়ে ধ্বংসের আকার নিয়ে
পরিবেশের ক্রোধ আসে মানুষের উপরে।

ধরণী চলবে নিজ নিয়মের গতিতে
মানবে না কভু কারো শাসন-বারণ
প্রকৃতি তার হিংস্রতার রূপ প্রকাশে
ক্ষণিকের মধ্যে সব লণ্ড-ভণ্ড করে ।

মানুষের এত জ্ঞান এত শিক্ষা-দীক্ষা
সব যেন আজ মূল্যহীন আর বৃথা
প্রকৃতির কঠিন ধ্বংসের লীলা খেলায়
আজ যেন হলো মানুষ বড় অসহায়।

সিলেট ধর্মপ্রদেশে ফাদারদের বিশেষ মিটিং ও নির্জনধ্যান সভা

মার্কুস লামিন ▮ গত ২৫-২৬ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রেসবিটেরিয়েন মিটিং এবং নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশপ বিজয় ডি' ক্রুজ, ১১জন ধর্মপ্রদেশীয় ও বিভিন্ন সন্ন্যাস সংঘের ফাদারগণ, ২জন ব্রাদার, ২জন সেমিনারীয়ার ও ১৬জন সিস্টারসহ মোট ৩৬জন উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বিকাল ৫টায় সিলেট বিশপ ভবনের হল ঘরে প্রেসবিটেরিয়ান মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা প্রার্থনা পরিচালনা করেন। সভা পরিচালনা করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। বিশপ বিজয় ডি' ক্রুজ এই সময় সবার করণীয় সম্পর্কে বলেন- এই করোনার মহামারীর সময়ে আমরা বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সেবাকাজ করেছি, মানুষকে সচেতন, সাহস ও উৎসাহ প্রদান করেছি। আমাদের জীবন সাক্ষ্য বহন করেছি। যা আমাদের স্পর্শ করেছে সেই বিষয়ে আমরা সহভাগিতা করব যেন একে অন্যের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। আলোকিত হতে পারি। এরপর থাকে করোনাকালীন সময়ে জনগণের পাশে থেকে কিভাবে যাজকগণ সেবা কাজ করেছে তার সহভাগিতা। আর সহভাগিতা করেন ফাদার নিকোলাস সিএসসি, ফাদার প্লাসিড সিএসসি, ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা, ফাদার ভ্যালেন্টাইন এএমআই, ফাদার সুধীর ওএমআই, ফাদার যেসেফ ওএমআই, ফাদার সরোজ ওএমআই ও ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া । ২৬ জুন, শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিনিটে দ্বিতীয় দিনের প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অধিবেশন নির্জনধ্যান শুরু হয়। ফাদার লিটন গমেজ সিএসসি পোপের পালকীয় পত্র "তোমার প্রশংসা হোক" লাউদাতে সি এর উপর সহভাগিতা করেন। তিনি তার সহভাগিতায় বাস্তবতার আলোকে পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস যে ৬টি চ্যালেঞ্জ, ৬টি কারণ এবং ৬টি করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন তা তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর আলোকে আমরা প্রকৃতি রক্ষায় আরও সচেতন হতে পারি, প্রার্থনা করতে পারি, প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত হতে পারি, যে সকল দ্রব্য বা জিনিস পরিবেশ নষ্ট করে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারি। পরে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া উপাসনার রোমীয় রীতি সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। উপাসনা হল শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, সর্বোচ্চ শিখর। এরপর বিশপ মহোদয় ধর্মপ্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সমূহ প্রদান করেন। তিনি যারা ধর্মপ্রদেশ থেকে সেবা দিয়ে অনত্র চলে যাচ্ছেন তাদের ধন্যবাদ জানান। যারা এসেছে তাদের শুভেচ্ছা জানান। এরপর থাকে পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ বিজয় ডি' ক্রুজ। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে দুপুর ২টায় এই সহভাগিতামূলক নির্জন ধ্যান সমাপ্ত হয়॥

ফাদার পল ডি'রোজারিও (জয়গুরু) আর নেই

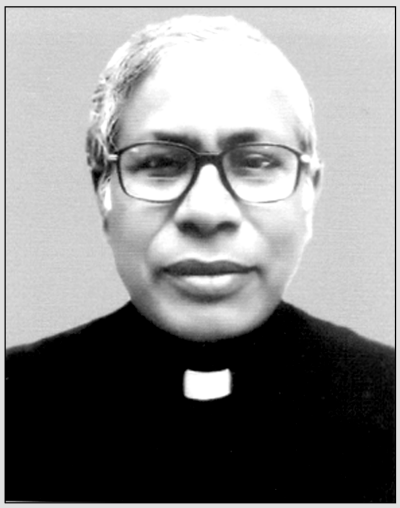

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার পল ডি'রোজারিও গত ১৩ জুলাই বার্ধক্যজনিত রোগের কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র নিয়মিত লেখক ও গীতাবলী'র বিভিন্ন গানের গীতিকার ও সুরকার ফাদার পল ডি'রোজারিও'র অবদান "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করে। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সুলেখক জয়গুরু ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চিরসুখে থাকুক।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত

৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

(কারিতাস অঞ্চল ভিত্তিক)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর নির্দেশনা মোতাবেক মট্‌স এর ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের (১৭তম ব্যাচ) কার্যক্রম শুরু হবে। কারিতাসের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাসের কর্ম এলাকা, ধর্মপল্লী ও আদিবাসী দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আংশিক স্টাইপেন্ডের মাধ্যমে অটোমোবাইল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল ও রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং টেকনোলজিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। কারিতাস আঞ্চলিক অফিস সমূহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কারিতাস আঞ্চলিক অফিসসমূহে ***জুলাই ৩০, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের*** মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

-:কারিতাস অঞ্চলিক অফিসসমূহে যোগাযোগের ঠিকানা:-

আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল - ৮২০০ ফোন: (০৪৩১)৭১৬১৯ মোবা: ০১৭১৯-৯০৯৪৮৬	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড (মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম ফোন: (০৩১)৬৫০৬৩৩ মোবা: ০১৮১৫-০০৫২৯৮	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি-১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২ ঢাকা-১২১৬ ফোন: +৮৮০-২-৯০০৭২৭৯ মোবা: ০১৯৫৫-৫৯০৬৫৫	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর পি. ও.বক্স-৮ দিনাজপুর - ৫২০০ ফোন: (০৫৩১) ৬৫৬৭৩ মোবা: ০১৭১৩-৩৮৪০৫৫
আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা ট্রাঙ্ক রোড খুলনা - ৯১০০ ফোন: (০৪১) ৭২২৬৯০ মোবা: ০১৭১৮-৪০৪৩৮২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫ ক্যাথলিক পাল্লী মিশন রোড ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ - ২২০০ ফোন: (০৯১) ৬১৭৯৩ মোবা: ০১৭১৮-২৭১৭৩২	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল পি.ও. বক্স-১৯ মহিশবাথান, রাজশাহী - ৬০০০ ফোন: (০৭২১) ৭৭৪৬১০ মোবা: ০১৭৯১-৬৯৪৬০১	আঞ্চলিক পরিচালক কারিতাস সিলেট অঞ্চল সুরমাগেট খাদিমনগর সিলেট - ৩১০৩ ফোন: (০৮২১) ২৮৭০০৫১ মোবা:০১৯৮০-০০৮৪২৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবেদন করার নিয়ম :

১. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় সর্বনিম্ন জি.পি.এ ২.৫০ (সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য)।
২. সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র।
৩. সদ্যতোলা পাসপোর্ট আকারের ২ কপি রঙীন ছবি।
৪. এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষা পাশের প্রশংসাপত্র, নম্বরপত্র, অথবা অন-লাইন কপি ও প্রবেশপত্র এর সত্যায়িত ফটোকপি।

উপরোক্ত নিয়মাবলী কেবলমাত্র আঞ্চলিক কোটায় যারা ভর্তি হয়ে মট্‌স ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পড়াশুনা করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এছাড়া অনাবাসিক শিক্ষার্থী (বাইরে অবস্থান করে) হিসেবে উপরোক্ত যে কোন টেকনোলজিতে মট্‌স এ পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী ভর্তির জন্য সরাসরি অথবা অনলাইনে মট্‌স এর সাথে যোগাযোগ করে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ-

পরিচালক/ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

১/সি-১/এ পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল: ০১৭২১২৭৫৭১৭, ০১৫৫২৩৮১২৯৬, ০১৭১৫৮৩৪৬৫৭, ০১৭১৫৬৪৬৬৬৮, ০১৭১৭৯৫৫৬৯৫, ০১৭৯৫৫৩৭৩৬৩, ০১৭৮১৩১০৭১৩

E-mail: mawts@caritasmc.org, tmmawts@caritasmc.org Website : www.mawts.org

মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিপ্র/১০৭/২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৫

প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মহাপ্রয়াণের দ্বিতীয় বার্ষিকী

দু'টি বছর শেষে আবার সেই দিনটি ফিরে আসলো, গত ১৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তুমি এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে গিয়েছ। তোমার অনুপস্থিতি এখনো আমাদের মেনে নিতে অনেক কষ্ট হয়। পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে তুমি ছিলে একজন আদর্শ যাজক, ভাই এবং একজন স্নেহবান অভিভাবক। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তোমার যাজকীয় কাজ তুমি করেছ। তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি এবং তোমার আদর্শ আমরা লালন করি। তুমি আমাদের আশির্বাদ কর যেন আমরা তোমার দেখানো আদর্শ মেনে পরম পিতার সাথে একদিন মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত ফাদার জ্যোতি এ গমেজ
জন্ম : ২১ জানুয়ারি, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
যাজক অভিষেক : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তোমার একান্ত আপনজনেরা,
ভাই : সুব্রত এডুয়ার্ড গমেজ
বোনেরা, ভাইবউ, ভাইপো-ভাইঝি
ভাগিনা-ভাগিনী, নাতি-নাতনী এবং আত্মীয়-পরিজন

বিজ্ঞা/১০৬/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,
আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

–ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ–

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)

২. শেষ ইনার কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৩. প্রথম ইনার কভার
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা = ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা = ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি = ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা –
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ২৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 25
❖ 19 - 25 July, 2020 , ৪ - ১০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

প্রয়াত ফাদার বকুল এস রোজারিও সিএসসি

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

জন্ম : ১৮ জুলাই, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৪ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম -

আজ ২৪ জুলাই, এই দিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই; তবুও তুমি বেঁচে আছ আমাদের হৃদয় মাঝে, আছ তোমার অসংখ্য ছাত্র এবং প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর, স্নেহ ও ভালবাসাকে সম্বল করে।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশির্বাদ কর যেন, আমরা তোমার ভাল কাজ, ভালবাসা, উদারতা, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং একত্রে ভালবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে বাস করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমারই শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১০৪/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**